# How to make Money

( অর্থোপার্জ্জন শিক্ষার প্রকৃষ্ট পুস্তক )

# টাকার কল।

দীন দুঃখী ধনী জ্ঞানী এসহে ছুটিয়া,
এ নব টাকার কল লওহে আসিয়া।
ঘরে ঘরে টাঁকশাল,
স্থাপিয়া কাটাও কাল,
দৈন্য দুঃখ দূর কর টাকা বানাইয়া,
ত্যজিও না এ সুযোগ আলস্য করিয়া।

M. SHAFEE.

কলিকাতা।

মূল্য ।৵০ আনা, বাঁধাই ॥০ আনা।

প্রকাশক—
মোহাম্মদ মোবারক আলী
মথ্‌হুমী লাইব্রেরী
৫। এ, কলেজস্কোয়ার
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
চৈত্র—১৩২৪ সাল।

প্রিণ্টার—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস
মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্।
৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্।
কলিকাতা।

# মূলমন্ত্র।

মিত-ব্যয়িতা নিজস্ব টাঁকশাল ; হিসাব
করিয়া চলিতে পারিলে টাকার
ভাঁবনা কি ?—অভাব
হইতেই পারে
না।

সুপ্রভাত কাহার ? যে ব্যক্তি শ্রমশীল।
"Morning is wellcome to industrious."
যে ব্যক্তি অলস, বিলাসী—সে প্রভাতের
শুভাগমনে আনন্দ অনুভব করে না।

——

# সূচনা।

আজ কাল অনেক লোক সদ্য বড়লোক হইবার আশায় জাল নোট, কৃত্রিম টাকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে গিয়া রাজ-বিচারে কঠোর দণ্ড ভোগ করিয়া স্বীয় উচ্চ আশার পরিসমাপ্তি করিতেছে। আমাদের এই "টাকার কলে" উৎপন্ন টাকায় সেরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই; ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নির্দ্দোষ ও প্রাচীন যন্ত্র। সুতরাং কৃত্রিম বা জাল টাকা ইহাতে উৎপন্ন হয় না। এই কলের প্রধান উপাদান "ব্যবসায়-বাণিজ্য-কৃষি-শিল্প।"

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"—এই শাস্ত্রীয় মহদ্বাক্য ইহার মূলমন্ত্র। চাকুরীপ্লাবিত বঙ্গদেশে ইহার অত্যধিক প্রচলন ও ব্যবহার হইতে থাকিলে দরিদ্র বাঙ্গালী (হিন্দু-মুসলমান) জাতির দাসত্বজীবনের কথঞ্চিৎ অবসান হইতে পারে।

এই সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা-রত্ন-প্রসবিনী বঙ্গদেশে টাকার কল ও টাকা বানাইবার মাল-মসলা অনেক; যেদিকে চাও, একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—যাহা আমরা নিতান্ত

অকর্ম্মা পদার্থ বলিয়া ফেলিয়া দেই, তাহার মধ্যে টাকা বানাইবার নানাবিধ উৎকৃষ্ট উপাদান রহিয়াছে। চারিদিকে খাঁটী টাকা পয়সা প্রস্তুতের ছোট বড় অনেক "কল" গড়াগড়ি যাইতেছে। আধুনিক সভ্যতাভিমানী বাঙ্গালী তৎসমুদয় উপেক্ষা করিয়া "ভাগ্যের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা"বৎ পাপে হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া চাকুরির আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আবার কেহ নিরুপায় হইয়া "দরিদ্র ভদ্রলোক" সাজিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। ভিক্ষার ঝুলি ব-নাম পাপের ঝুলি বহন করিয়া তাঁহাদের বংশগৌরব নষ্ট হইতেছে, তবুও কৃষিকর্ম্ম করিয়া 'চাষা' বা ক্ষুদ্র দোকান খুলিয়া 'দোকানদার' পদবাচ্য হইতে তাঁহারা ঘৃণা বোধ করিতেছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের মুসলমান সমাজে এইরূপ লোকের সংখ্যা অধিক।

আধুনিক কুলাভিমানী হিন্দু-মুসলমানগণ কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে যেরূপ ইতরজনোচিৎ ব্যবহার করেন, তাহা আলোচনা করিতেও লজ্জা হয়। তাহাদের কথায়, কার্য্যে ও ব্যবসায় সহানুভূতি নাই; তাহারা সর্ব্বত্রই কুক্কুরবৎ বিতাড়িত। অথচ তাহারা না

থাকিলে অন্নাভাবে আদরের কুলাভিমান অচীরে ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা ।

যাক্, এসব কথা এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয় নহে। ইহা অর্থ উপায়ের মাল-মশলা দেখাইবার জন্য লিখিত, তাহারই আলোচনা করা যাউক ।

আমাদের এই সোণার বাংলায়, কত দূর দূরান্তরের বিভিন্নজাতি-জনগণ আসিয়া স্বল্প পরিশ্রমে অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, আর আমরা আলস্য নিদ্রায় বিজড়িত হইয়া সোণালী স্বপ্নে—"কোথায় রবি জ্বলে—কে বা আঁখি মেলে" বলিয়া নীরব ও নিষ্কর্ম্মা জীবন যাপন করিতেছি। আসুন, আজ আমরা আলস্য ও হিংসাদি ত্যাগ করিয়া আমাদের বহুকালের প্রাচীন মাল মশলা ও আধুনিক নবাবিস্কৃত কতিপয় মশলা সহ টাকা উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করি। তাহা হইলে অচীরে আমরা দেশের, দশের, সমাজের উপকার এবং আত্মোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইব। ব্যবসা শিল্প ও কৃষি ভিন্ন সহজে বড়লোক হইবার উপায়ন্তর নাই। অলমিতি—

সৈয়দপুর<br>খুলনা

গ্রন্থকার।

# সূচী-পত্র।

—:০:০:—

## প্রথম অধ্যায়


অর্থকরী শিল্প ... ১—২৬ পৃষ্ঠা।


---

## দ্বিতীয় অধ্যায়


সহজ-সাধ্য অর্থকরী কৃষি ... ২৭—৪৬


---

## তৃতীয় অধ্যায়


পরীক্ষিত পেটেণ্ট ঔষধ ... ৪৭—৫৩


---

## চতুর্থ অধ্যায়


ব্যবসা-নীতি ... ৫৪—৫৯ পৃষ্ঠা


---

# টাকার কল।

—:)*(:—

## প্রথম অধ্যায়।

—:*:—

### অর্থকরী শিল্প।

১। লিখিবার জন্য

### বিলাতী কালি।

| | | |
|---|---|---|
| মাজুফল ( ছেঁচিয়া ) | ... | /১ সের |
| গঁদ ( বাবলার আটা ) | ... | এক পোয়া |
| হীরাকষ | ... | এক পোয়া |
| বকম কাষ্ঠ | ... | এক পোয়া |
| জল | ... | কুড়িসের |

মাজুফল ও বকম কাষ্ঠ এক ঘণ্টা কাল জলে ভালরূপ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে গঁদ দিবে, এবং সর্ব্বশেষে হীরাকষ মিশাইয়া ফুটাইয়া লইলে কাল কালি প্রস্তুত হইবে।

## ২। লাল কালি।

| | | |
|---|---|---|
| ক্রিম দানা | ... | আধ ছটাক |
| গরম জল | ... | আধ সের |
| লাইকর এমোনিয়া | ... | এক আউন্স |

দেড়পোয়া গরমজলে ক্রিমদানা ভিজাইয়া রাখিবে। জল শীতল হইয়া গেলে বাকী অর্দ্ধ পোয়া জলে লাইকর এমোনিয়া মিশাইয়া উহাতে দিবে, অতঃপর এক সপ্তাহ পরে উহা ছাঁকিয়া লইবে।

## ৩। গুড়া কালি।

| | | |
|---|---|---|
| মাজুফল | ... | অর্দ্ধ পোয়া |
| হীরাকষ | ... | অর্দ্ধ ছটাক |
| গঁদ ( বাবলার আটা ) | ... | অর্দ্ধ ছটাক |
| সাদা চিনি | ... | দেড় কাঁচ্চা |

প্রত্যেক দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া একত্র মিশাইয়া রাখ। ইহা গরম জলে গুলিলে উৎকৃষ্ট কালি হইবে। ইহার সঙ্গে সিকি তোলা ম্যাজেণ্টা মিশাইলে আরও ভাল কালি হয় এবং অল্প "প্রুসিয়ান ব্লু" রং মিশাইলে "ব্লু ব্লাক-পাউডার" প্রস্তুত হয়।

## ৪। রোজ পাউডার

ইহা মুখে ও দেহে মাখিলে সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য বৃদ্ধি হয়, ফ্যান্সি বাবুরা অনেকে ইহা খরিদ করেন।

| | | |
|---|---|---|
| এরারুট | ... | এক পাউণ্ড |
| রোজ পিঙ্ক (রং) | ... | ৫ গ্রেণ |
| অয়েল অব রোজ | ... | ১০ ফোঁটা |
| চন্দন তৈল | ... | ৫ ফোঁটা |

একত্র মিশ্রিত কর। ছোট ছোট শিশি করিয়া লেবেল বাজারে বাহির করিলে বিশেষ লাভ হইবে।

## ৫। ঘড়ির তৈল।

একটি শিশিতে জলপাইয়ের তৈল (Olive Oil) রাখিয়া তাহাতে সীসার গুঁড়া এমত পরিমাণে দিবে যেন শিশির তলদেশ ঢাকা পড়ে। পরে শিশির মুখ বন্ধ করিয়া দুই দিন কাল সূর্য্য-তাপে রাখিলে শিশির নিম্নে সর পড়িবে। সেই অংশ বাদ দিয়া সাবধানে উপরের তৈল ঢালিয়া ব্লটিং কাগজদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। এই তৈল সকল প্রকার ঘড়িতেই

ঢালিবে। ইচ্ছামত কোন বিলাতি রং মিশাইয়া লইবে।

## ৯। হনি সোপ।

এক সের "বারসোপ" টুকরা টুকরা করিয়া লৌহ-কটাহে অগ্নির উত্তাপ দিয়া নাড়িতে নাড়িতে গলিয়া গেলে তাহাতে এক ছটাক মধু ও কুড়ি ফোঁটা দারচিনির তৈল দিয়া ৭।৮ মিনিট কাল ফুটাইয়া লও। পরে নামাইয়া কাঠের বা মাটীর নির্ম্মিত ছাঁচে ঢাল। এক ছটাক ওজনে এক এক খানি সাবান বানাইয়া /১০ পয়সা হিসাবে বিক্রয় কর। ইহাতে ১৫।১৬ খানা সাবান হইবে, খরচা বড় জোর ॥০ আনা, বিক্রয় হয় ১৷৵০ আনা। ৸৵০ আনা লাভ। এইরূপ অন্যান্য সুগন্ধি তৈল মিশা-ইলে বিবিধ প্রকার সাবান তৈয়ার হয়।

## ১০। তরল আলূতা।

খুন খারাপী রং অর্দ্ধ ছটাক; গ্লীসারিন দুই ছটাক ( ৪ আউন্স ); এমোনিয়ার জল তিন সের। ( ১ আউন্স এমোনিয়ার গুঁড়া, /৩

সের জলে ভিজাইয়া গলিয়া গেলে সেই জল ) রেক্‌টি ফাইড্‌ স্প্রীট ২ আউন্স ; গোলাপ জল দেড় ছটাক

একত্রে মিশাও। ইহাতে মোট খরচ ১৷৵০ আনার অধিক নয়। জিনিস হয় তিন সের। প্রত্যেক শিশিতে এক ছটাক করিয়া তরল আল্‌তা ৪৮ শিশি হইবে। তিন আনা হিসাবে বিক্রয় হইলে ৯৲ টাকা বিক্রয় হয়। শিশি লেবেল ও স্পঞ্জ খরচ স্বতন্ত্র।

## ১১। মিল্ক পাউডার।

(দুগ্ধ চূর্ণ।)

| | | |
|---|---|---|
| সোডি বাই কার্ব্ব | ... | অর্দ্ধ ড্রাম |
| জল | ... | এক আউন্স |
| কাঁচা দুধ | ... | /৪ সের |
| সাদা চিনি | ... | অর্দ্ধ সের |

জল দ্বারা সোডি কার্ব্ব গুলিয়া দুগ্ধে মিশাও, পরে চিনি মিশাইয়া অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দাও, ঘন হইলে থালায় ঢালিয়া উনানের আগুনে উত্তাপ দিয়া শুষ্ক

করিয়া লইবে ও শিশিতে রাখিয়া ছিপি বন্ধ করিবে। দরকার মত গরম জলে এই চূর্ণ চামচ করিয়া মিশাইলে সুস্বাদু উৎকৃষ্ট দুগ্ধ হইবে। ইহা ছোট বড় সকলেই ব্যবহার করিতে পারে। বিক্রয় করিলে বেশ লাভ হয়, এই দুগ্ধ অম্ল অজীর্ণ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ও পুষ্টিকারী পথ্য।

## ১২। গালা বাতি।

ধুনা ৪ পাউণ্ড; পাতগালা ২ পাউণ্ড, অগ্নি উত্তাপে গালাইয়া তাহাতে ভিনিস টার্পিণ ১½ পাউণ্ড ও মেটে সিন্দুর ১½ পাউণ্ড,—

মিশাইয়া নাড়িতে নাড়িতে একটু শীতল হইলে একখানা সমতল তক্তার উপর রাখিয়া ডলিয়া লম্বা ও গোলাকার করিবে। ৬ ইঞ্চি করিয়া লম্বায় কাটিয়া তাহার ১২টী করিয়া একটি কাগজের বাক্সে লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে পার। একটু চিনের সিন্দুর দিলে অধিক লাল হয়, ভুষাকালি দিলে কাল হয়।

## ১৩। লিমন সিরাপ।

### ( লেবুর সরবৎ )

সরবতের জন্য চিনির রস প্রস্তুত করা ময়রার নিকট শিখিবে।

| | | |
|---|---|---|
| লেবুর রস | ... | ৯ আউন্স |
| পাতিলেবুর খোসা | ... | ১ আউন্স |
| সাদা চিনি | ... | ১৮ আউন্স |

প্রথমে লেবুর রসের সহিত খোলাগুলি মৃদু তাপে সিদ্ধ করিবে। পরে ছাঁকিয়া চিনি মিশাইয়া পুনঃ জ্বাল দাও, চিনির রস পাক হইলে বোতলে রাখ।

## ১৪। রোজ সিরাপ।

### ( গোলাপের সরবৎ )

এক পাউণ্ড শুষ্ক গোলাপফুল ( বেণের দোকানে পাওয়া যায় ) ১০ পাউণ্ড জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া তাহাতে ৫ পাউণ্ড চিনি দিয়া সিরা (রস) বানাও। এই রসে ২।৪ ফোঁটা গোলাপী আতর মিশাইয়া বোতলে রাখ।

## ১৫। অরেঞ্জ সিরাপ।

( কমলার সরবৎ )

চিনির রস ... ৭ আউন্স

টিংচার অরেঞ্জ ... ১ আউন্স

একত্রে মিশাইলে কমলা লেবুর সরবৎ প্রস্তুত হয়।

## ১৬। চন্দনের সরবৎ।

অর্দ্ধ পোয়া সাদা চন্দন কাঠের গুড়া,—

অর্দ্ধ সের গোলাপজলে রাত্রে ভিজাইয়া রাখ, পরদিন প্রাতঃকালে অল্প জ্বাল দিয়া ছাঁকিয়া আর অর্দ্ধ সের জলও /১ সের সাদা চিনি মিশাইয়া জ্বাল দিয়া রস পাক করিয়া বোতলে রাখ। ইহা দুই তোলা করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে পিপাসার শান্তি হয়, মনে স্ফূর্ত্তি হয়, এবং বমন ও বায়ুরোগ নাশক শরীর স্নিগ্ধকারী।

## ১৭। রবরের জুতা জুড়িবার আঠা।

ইণ্ডিয়ান রবর, বেঞ্জইনের সহিত অগ্নিতাপে গালাইয়া তদ্দ্বারা রবরের জুতা জোড় মেরামত হয়।

## ১৮। ধাতু গালাইবার সহজ উপায়।

সোরা ... ১ ভাগ
ক্রিম অব্ টার্টার ... ২ ভাগ

একত্র মিশাইয়া কোন ধাতু গালাইবার সময় অল্প অল্প করিয়া মুচিতে ইহা ২।১ বার দিলে শীঘ্রই গলিয়া যায়।

## ১৯। স্মেলিং সল্ট।

( Smelling salt. )

মাথাধরা, অধিক পরিশ্রম করিয়া শিরঃপীড়া হইলে ও মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইবার জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে স্মেলিং সল্ট রাখা আবশ্যক, ইহার ঘ্রাণ লইলে মাথা ছাড়ে ও মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। বিক্রয় করিবার ও একটি ভাল জিনিস।

### প্রস্তুত প্রণালী

কার্ব্বনেট অব এমোনিয়া ১ আউন্স

থণ্ড থণ্ড করিয়া ছোট ছোট ( কাচের ছিপি-যুক্ত ) শিশিতে পূরিতে হইবে, তজ্জন্য শিশির মুখের আয়তন বুঝিয়া থণ্ড করিবে। এই থণ্ড গুলিকে একটি কাচ পাত্রে রাখিয়া তাহাতে

| | |
|---|---|
| অয়েল ল্যাভেণ্ডার | ২ আউন্স |
| এসেন্স অব বার্গমেণ্ট | ১ আউন্স |
| লবঙ্গের তৈল | ২ ড্রাম |

একত্রে এই সকল দ্রব্য উক্ত এমোনিয়া খণ্ড গুলিতে শোধন করাইবে। পরে শিশিতে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিবে। ইহাতে লেবেল দিয়া ৶০ আনা মূল্যে প্রতি শিশি (মনোহারী) দোকানে বিক্রয় হয়।

## ২০। পারফেক্ট টুথ পাউডার।

( Perfect tooth powder. )

সর্ব্ববিধ দন্তরোগ নাশক উৎকৃষ্ট মাজন, দন্তমূল শক্ত করে ও দাঁত উজ্জ্বল হয়।

| | | |
|---|---|---|
| চিনি | ... | ১ আউন্স |
| চারকোল বা কাঠের কয়লা চূর্ণ | | ১ আউন্স |
| সিঙ্কোনা বার্ক চূর্ণ | ... | আধ আউন্স |
| ক্রিম অব টার্টার | ... | আধ আউন্স |

সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া কৌটায় করিয়া বিক্রয় কর। প্রাতে সন্ধ্যায় ইহা দ্বারা দাঁত মাজিবে।

## ২১। পার্‌ল পাউডার।

### ( Pearl Powder. )

ইহা বিলাত হইতে এদেশে আমদানী হয় ও ।০ আনা কৌটা বিক্রয় হয়। সৌখিন নাম দেখিয়া অনেকেই খরিদ করেন। জিনিসটা অতি সামান্য, মাত্র খড়ির সূক্ষ্ম চূর্ণ কোন পুষ্পসারে সুগন্ধি করিয়া কৌটা বা শিশিতে চাকচিক্যময় লেবেল লাগাইয়া বিক্রয় হয়। ইহাও দাঁতের মাজন।

## ২২। কার্ব্বলিক টুথ পাউডার।

| | | |
|---|---|---|
| কার্ব্বনেট অব ম্যাগ্নেসিয়া | | ২ ড্রাম |
| খড়িচূর্ণ | ... | ২ আউন্স |
| পিঙ্ক রোজ (রং) | ... | প্রয়োজন মত |
| কার্ব্বলিক এসিড | ... | ৫ ফোঁটা |
| সিনামন অয়েল | ... | ৪০ ফোঁটা |

একত্র মিশাও।

## ২৩। ফ্রেঞ্চ মেটাল বার্ণিস।

| | |
|---|---|
| ফেরি অক্সাইড | ১ ভাগ |
| কার্ব্বনেট অব ম্যাগ্নেসিয়া | ৫০ ভাগ |

একত্র মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। কোন ধাতব জিনিস পরিষ্কার করিয়া একখণ্ড ন্যাকড়া ঈষৎ ভিজাইয়া এই চূর্ণ স্পর্শ করিয়া জিনিসটিতে মাখাইয়া শুষ্ক চামড়া দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই চক্‌চকে বার্ণিস হইবে। ইহাও পেটেণ্ট করিয়া ব্যবসায় করা চলে।

## ২৪। কাল পুরাতন গরম ও সূতার পোষাক নূতনের মত করিবার আরক।

| | | |
|---|---|---|
| সোডা | ... | ১ পাউণ্ড |
| ফুটন্ত জল | ... | ১ গ্যালন |
| অক্স গলনট চূর্ণ | ... | ৪টা |

একত্র মিশাও। এই আরকে কাপড় ডুবাইয়া নিংড়াইয়া শুকাইয়া লইলেই নূতনের ন্যায় রং হইবে। পরে ইস্তিরি করিয়া লইবে।

## ২৫। ব্লুম অব রোজ।

( Bloom of Rose. )

| | |
|---|---|
| কারমাইন রং ( ম্যাজেণ্টা ) | ৪ আউন্স |
| লাইকর এমোনিয়া সলিউসন | ৪ আউন্স |

একত্র একটী গ্লাসষ্টপার্ড বোতলে পূরিয়া দুই দিন শীতল স্থানে রাখিবে, এবং মধ্যে মধ্যে বোতলটী জোরে নাড়িবে। অতঃপর ইহাতে দুই পাঁইট গোলাপজল ও ৮ আউন্স এসেন্স অব রোজ মিশাইয়া এক সপ্তাহ রাখিয়া দিবে। নীচে তলানি পড়িতে পারে, তজ্জন্য আস্তে আস্তে তরল অংশ চালিয়া লইয়া এক আউন্স শিশিতে করিয়া চারি আনা মূল্যে বিক্রয় কর; বেশ লাভ হইবে। ইহা সুন্দর ছেলে মেয়ে ও সুন্দরী মহিলাগণের দুই গালে ও ঠোঁটে তুলি দ্বারা লাগাইয়া দিলে মুখ সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় দেখায়। এই সকল জিনিসের শিশি ও লেবেল নূতন ধরণে অপেক্ষাকৃত সুন্দর হওয়া আবশ্যক।

## ২৬। জল সহনশীল আরক।

## Water proof Solution.

ইহা কোন জিনিসে মাখাইয়া দিলে তাহাতে জল লাগে না। চামড়ার জিনিস ও কাপড় ইহা দ্বারা 'ওয়াটার প্রুফ' করিতে পারা যায়।

# "ওয়াটারপ্রুফ" প্রস্তুত-প্রণালী।

## ( প্রথম প্রকার )

| | |
|---|---|
| ইণ্ডিয়ান রবর | ১ আউন্স |
| মশিনার তৈল | ২ পাঁইট |

প্রথমে রবর খণ্ড খণ্ড করিয়া খুব ছোট ছোট টুকরা কাটিবে, এবং এক পাইট মশিনার তৈলের সঙ্গে উহা জ্বাল দিয়া গালাইয়া ফেলিবে। পরে তাহাতে আর এক পাঁইট মশিনার তৈল ঢালিয়া দিয়া ঘন ঘন নাড়িয়া মিশাইবে। শীতল হইলে ব্যবহার উপযোগী হইবে।

## ২৭। দ্বিতীয় প্রকার

## ( Water proof. )

| | | |
|---|---|---|
| মৌচাকের মোম | ... | ২ আউন্স |
| হলদে রঙ্গের রজন | ... | ৩ আউন্স |

এক পাঁইট ফুটন্ত মশিনার তৈলে গালাইয়া শীতল হইলে ব্যবহারোপযোগী হইবে।

এই উভয় প্রকার "ওয়াটার প্রুফ" যাহাতে লাগাইতে হইবে সেই জিনিস সামান্য গরম করিয়া

লাগাইবে, পরে বাতাসে ছায়ায় শুকাইয়া লইলে তাহাতে আর জল লাগিবে না।

## ২৮। ল্যাকার বার্ণিস।

( টিনের জন্য )

ইহা দ্বারা টিনের লণ্ঠন প্রভৃতির উপর সোণালী বার্ণিস হয়।

| | |
|---|---|
| হলুদ চূর্ণ | ১ আউন্স |
| খুন খারাপী রং | ২ ড্রাম |
| স্প্রীট অব ওয়াইন | ১ পাঁইট |

একত্রে বোতলে রাখিবে উত্তমরূপে গলিয়া মিশিলে ব্যবহার করিবে।

## ২৯। মুখের বয়ঃব্রণ-নাশক ঔষধ।

| | |
|---|---|
| গ্লিসারিন | ১ আউন্স |
| ভাল গোলাপ জল | ৮ আউন্স |
| সালফার সব্‌লিমিটেড্‌ | ১ ড্রাম |

একত্র মিশাইয়া পরিষ্কার শিশিতে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখ। ব্যবহার কালে শিশি নাড়িয়া তুলি কিম্বা পালক দ্বারা মুখের ব্রণে লাগাইলে আরোগ্য হয়।

## ৩০। কেশবর্দ্ধক তৈল

### ( চুল উঠার প্রতিকার )

অনেক স্ত্রীলোকের সন্তান হওয়ার পর চুল উঠিয়া টাক পড়ার মত হইয়া যায়। এই তৈল বৈকালে অঙ্গুলি দ্বারা ঘসিয়া ঘসিয়া মাথায় লাগাইলে ক্রমে ক্রমে অল্পদিনের মধ্যে নূতন চুল জন্মাইবে।

| | |
|---|---|
| তিল তৈল | এক ছটাক |
| স্প্রীটরোজ মেরী | এক ছটাক |
| জায়ফলের তৈল | ১০ ফোঁটা |

একত্র মিশাইয়া শিশির গায়ে কাল কাগজ জড়াইয়া রাখিবেন, কারণ আলোক লাগিলে নষ্ট হইয়া যায়।

## ৩১। টাকনাশক সুগন্ধি কেশতৈল।

| | |
|---|---|
| তিল, বা নারিকেল তৈল | ৪ আউন্স |
| অডিকলোন | ২ আউন্স |
| টিংচার ক্যান্থারাইডিস্ | ২ ড্রাম |
| অয়েল রোজ মেরী | ১০ ফোঁটা |
| অয়েল ল্যাভেণ্ডার | ১০ ফোঁটা |

একত্র মিশাইয়া শিশিতে বদ্ধ করিয়া রাখ। ইহা মাথায় মাখিলে চুল গজাইবে। (তৈল-দ্বয় মোহাম্মদীয় ধর্ম্মমতে অপবিত্র; ইহা মাখিয়া নামাজ পড়া যায় না)।

## ৩২। রেশমের বস্ত্র পরিষ্কার করা।

দেশী কুমড়ার জলে রেশমের বস্ত্র কাচিলে পরিষ্কার হয়।

## ৩৩। তামার জিনিস কলাই করা।

তামার হাড়ী কলাই না করিয়া ব্যবহার করিলে বিষাক্ত হয়। অনেক লোক কলাইর ব্যবসায় বেশ পয়সা উপার্জ্জন করে, তজ্জন্য লিখিত হইল।

প্রথমে পাত্রটি তেঁতুল ও বালি দিয়া মাজিয়া খুব ছাপাই করিয়া লইবে। পরে পাত্রটি কয়লার আগুনে খুব গরম করিয়া তাহার গায়ে নিশাদল চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া তদুপরি রাং ঘসিয়া লাগাইতে হয়। পাত্রের গায়ে রাং গলিয়া গেলে তূলা বা ন্যাকড়ার পুঁটুলি চিম্‌টা দ্বারা ধরিয়া ঐ গলিত রাং সমভাবে ভিতরে ও বাহিরে লাগাইয়া দিবে। ভালরূপে রাং

মাখান হইলে উত্তাপ হইতে নামাইয়া শীতল করিবে। কাজ খুব সহজ, তবে খুব সাবধানে না করিলে হাত পুড়িয়া যায়।

## ৩৪। দাদের ঔষধ।

| | |
|---|---|
| অয়েল রেসিনী | অর্দ্ধ ড্রাম |
| স্প্রীট ক্যাম্ফর | এক আউন্স |
| টিংচার ক্যান্থারাইডিস | অর্দ্ধ ড্রাম |

একত্র মিশাইয়া শিশিতে রাখ। প্রাতে ও সন্ধ্যায় দাদে ইহা মর্দ্দন করিলে আরোগ্য হয়।

## ৩৫। দাদের মলম।

ইহাদ্বারা অনেকেই ব্যবসা করিয়া বেশ আয় করিয়া থাকেন।

| | |
|---|---|
| এসিড্ ক্রাই-সোপানিক | ১ ড্রাম |
| ভেসিলিন | ১ আউন্স |

একত্র মিশাও। দাদ চুলকাইয়া পরে লাগাইবে। ইহা কাপড়ে লাগিলে দাগ হয়। কিন্তু ২।১ দিনেই দাদ মরিয়া যায়।

## ৩৬। কাঠের বিবিধ বার্ণিস।

### গালার বার্ণিস

| | |
|---|---|
| পাত গালা | ৪ আউন্স |
| স্প্রীট | ২২ আউন্স |

একত্র ভিজাইয়া রাখিয়া গলিয়া মিশিলে ব্যবহার করিবে।

## ৩৭। স্বর্ণবর্ণ উজ্জ্বল বার্ণিস।

| | |
|---|---|
| পাত গালা | ৩ আউন্স |
| হরিদ্রা চূর্ণ | ১ আউন্স |
| খুনখারাপী রং | ২ ড্রাম |

একত্র এক পাউণ্ড স্প্রীটে সপ্তাহকাল ভিজাইয়া রাখ, মধ্যে মধ্যে বোতল নাড়িবে। পরে ছাঁকিয়া কাঠে লাগাইবে।

## ৩৮। সাধারণ তার্পিণ বার্ণিস।

বিশুদ্ধ রজন সাড়ে তিন পাউণ্ড, এক গ্যালন তার্পিন তৈলে বিগলিত করিলে প্রস্তুত হয়। কেহ কেহ ইহার সঙ্গে এক পাইট ক্যানেডা বালসাম্

মিশ্রিত করেন। ইহা কাষ্ঠ ও ধাতু নির্ম্মিত পদার্থের জন্য স্বল্প মূল্যের সুন্দর বার্ণিস।

## ৩৯। নারিকেল-ছোবড়া।

### ( ইংরাজী নাম 'কয়ার' )

আমাদের দেশে মালদ্বীপ লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপ পুঞ্জ হইতে গাঁট গাঁট নারিকেল-ছোবড়া জাহাজে করিয়া "না-খোদা"-গণ কলিকাতায় আমদানী করিয়া থাকেন। উহাদ্বারা এদেশের কাতাদড়ি প্রভৃতির অভাব মিটাইয়া আবার কলিকাতা হইতে বিদেশে রাশি রাশি ছোবড়া রপ্তানি হয়। বিদেশী বণিকেরা উহা ৶ হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত মণ দরে ক্রয় করেন। দুঃখের বিষয় এদেশে এত নারিকেল থাকিতে এদেশবাসী উহার ছোবড়া মুটী পাকাইয়া তামাক খাইয়াই ধ্বংস করে। এদেশে যে নারিকেল-দড়ি ( কাতা ) দেখা যায়, তাহা এদেশের নারিকেল ছোবড়ার নহে। সেই সমস্ত 'কয়ার' উৎকৃষ্ট। কিন্তু গদীর জন্য উক্ত ভাল ছোবড়ার অাঁশ ব্যবহার না করিয়া দেশীয় নারিকেল ছোবড়ার অাঁশ বেশ ব্যবহার করা যাইতে পারে। আপনারা দেশী

নারিকেলের আঁশ বাহির করিয়া আমদানী করুন, নিশ্চয়ই বিদেশী বণিকগণ ক্রয় করিবে। জগতে ভাল মন্দ দুইই চলে। পাড়ায় পাড়ায় আস্তাকুড়ে যে সকল ডাবের খোলা ও নারিকেল ছোবড়া পচিয়া মাটী হইয়া যায়, দুঃখী লোকের দ্বারা স্বল্প মজুরীতে উহা সংগ্রহ করুণ,—গৃহস্থ বাটীতে বোঝা বোঝা ছোবড়া অল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে। এই সমস্তের উপরকার শুষ্ক ছাল ফেলিয়া দিয়া জলে ভিজাইয়া মজুর দ্বারা অথবা নিজেরা মুগুরের আঘাতে ভিতরের নরম আঁশের কুড়া ঝাড়িয়া বাহির করুণ। সুন্দর কারবার চলিবে।

কলিকাতা উলটা ডিঙ্গিতে কাতাদড়ি প্রস্তুতের কয়েকটি কারখানা আছে, তথায় উক্ত আঁশ বিক্রয় হইতে পারে।

## ৪০। কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত।

| | |
|---|---|
| প্লাটিনাম | ১ ভরি ওজন |
| বিশুদ্ধ তাম্র | ।৶০ আনা ওজন |
| দস্তা | ১।৴০ আনা ওজন |

একত্র আবদ্ধ মুচিতে করিয়া লাগাইলে প্রস্তুত

হয়। ইহা স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, ভারী, নিরেট ও কোমল। ইহাতে নানাবিধ গহনা আংটী গোট ও চেন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ঘরে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রতারণা করিয়া চালাইতে গেলেই সর্ব্বনাশ, শীঘ্রই শ্রীঘর বাসের (জলখানার) বন্দবস্ত হয়। প্লাটীনাম ধাতু ঠিক সোণার মত দরে বিক্রয় হয়।

## ৪৬। সর্পাঘাতের পরীক্ষিত ঔষধ।

১। সাপে কামড়াইলে রোগী যে অবস্থায়ই থাক্ না কেন, কার্পাস পাতার রস এক পোয়া ক্রমে ক্রমে খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়।

২। বিশল্যকরণী বা আয়াপানের পাতার রস এক তোলা খাওয়াইলেও বিষ নষ্ট হয়।

৩। ঈশ্বরমূলের শিকড়ের রস দুই তোলা খাওয়াইলে আরোগ্য হয়।

৪। শ্বেত করবীর শিকড়ের রস এক আনা ওজন অর্থাৎ দুয়ানী ওজন শিকড়ে যত টুকু রস হয় তাহাই খাওয়াইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহা বিষাক্ত; শিশুদিগকে খাওয়াইবে না।

(ক) এই চারিটি ঔষধের মধ্যে যে কোন একটি শীঘ্র পাওয়া যায় তাহাই খাওয়াইবে।

## ৪৭। ব্যবসার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার।

বিজ্ঞাপন প্রচার ব্যবসার উন্নতির একটী প্রধান অঙ্গ। ইংলণ্ডের লোক কারবারে যত টাকা ব্যয় করেন, বিজ্ঞাপনেও ঠিক তত টাকা ব্যয় করেন। কারণ লোকে না জানিতে পারিলে বিক্রয় হইবে কেন? সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা বিদেশে মাল বিক্রয়ের সুবিধা হয়। কলিকাতায় এখন অনেকেই ।০ আনা, ॥০ আনা মূল্যের দ্রব্যের জন্য ৮০।৯০ বা শতাধিক টাকা ব্যয় করিয়া বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়-পত্র প্রভৃতি দিয়া থাকেন। সংবাদপত্র দ্বারা এক দিনেই সমস্ত দেশের লোককে সংবাদ জানান যায়।

বিজ্ঞাপন লেখার ধারা আছে; যা' তা' লিখ্‌লে কেহই পড়ে না। কথাগুলি সত্য অথচ সরল মাধুর্য্যময়ী ভাষায় ভাবভঙ্গির সহিত সংক্ষেপে লিখিতে হয়। অনর্থক মিথ্যা আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। সত্যের জয় চিরকাল।

## ৪৮। মুর্গী ও হাঁস।

মোরগ ও হংসাদি পুষিয়া বিক্রয় করিলেও যথেষ্ট লাভ হইবে। পরিশ্রম কিছুই নাই।

"টাকার কল" আর কত শিখিবেন; শুধু পুস্তক পড়িলে বড়লোক হওয়া যায় না, আলস্য ত্যাগ করিয়া কাজে লাগিতে হইবে। "God helps them, who help themselves."

## ৪৯। এরারুট বা শটীফুড।

কার্ত্তিক মাসে বন হইতে শটীমূল তুলিয়া ধুইয়া ঢেকিতে কুটিয়া অথবা টিনের গায়ে গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া ঝাঁজরা মত করিয়া তাহাতে ঘসিয়া বড় বড় গামলায় ভিজাও। কিছুক্ষণ পরে ঐ কুট্টিত শটী দুই হাতে রগড়াইয়া ধুইয়া উত্তমরূপে গামলা হইতে নিংড়াইয়া ছিবড়া গুলি ফেলিয়া দাও। ঐ শটী ধোওয়া জল নির্জ্জন স্থানে পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া বেশ থিতাইয়া গেলে উপরি উপরি জলীয় ভাগ ঢালিয়া ফেল। গামলার তলায় সাদা আটার ন্যায় যে তলানি পড়িবে,

উহাতে পুনরায় জল দিয়া গুলিয়া কিছুক্ষণ পরে আবার থিতাইলে ঐরূপ জল ফেলিয়া দাও। এইরূপ ২।৩ বার ধুইয়া রৌদ্রে শুষ্ক কর। পরে মিহিন চূর্ণ করিয়া এই "পালো" বা "এরারুট" টিন বন্ধ করিয়া লেবেলাদি লাগাইয়া বাজারে বাহির করিলে খুব কাট্‌তি হইবে। ইহা জ্বর, উদরাময় ও কৃমি প্রভৃতি রোগে উৎকৃষ্ট পথ্য।

## ওজন।

| ইংরাজী ওজন = | | বাঙ্গলা ওজন |
|---|---|---|
| ৬০ গ্রেণে (শুষ্ক দ্রব্য) | ১ ড্রাম। | (।/০ আনা) |
| ৬০ ফোঁটায় (তরল দ্রব্য) | ১ ড্রাম। | |
| ৮ ড্রামে ,, | ১ আউন্স। | (২॥০ তোলা) |
| ১৬ আউন্সে (তরল দ্রব্য) | ১ পাঁইট। | (অর্দ্ধসের) |
| ১৬ আউন্সে (শুষ্ক দ্রব্য) | ১ পাউণ্ড। | (সাত ছটাক) |
| ১ গ্যালন | | /৫ সের। |

গ্রেণ = অর্দ্ধরক্তি।

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## সহজ-সাধ্য অর্থকরী কৃষি।

### সূচনা।

ভারতের অধিবাসিগণের শ্রেষ্ঠতম বৃত্তি, জীবন ধারণের অন্যতম অবলম্বন—কৃষি। আধুনিক বঙ্গ-দেশে (যাহা পূর্ব্বে কৃষকবহুল ও কৃষিপ্রধান বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারিত) কৃষি-বিদ্যার এত হতাদর কেন? স্বাধীন কৃষি-বৃত্তির পরিবর্ত্তে দাস-বৃত্তি অবলম্বনের কারণ অনুধাবনে আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক অসমর্থ। সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই কৃষক সম্প্রদায় সংখ্যায় হীন। অনেকেই পিতৃপিতামহের বৃত্তি অবলম্বন করিতে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করেন, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। কৃষিবিদ্যা কেবল-মাত্র আমাদের জীবনধারণের উপায় তাহা নহে; যাঁহারা প্রকৃত কৃষিবিদ্ তাঁহারা কৃষিবিদ্যার অনু-শীলনে সমধিক আনন্দ উপভোগ করেন এবং প্রচুর

তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়া আপনাদিগের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। বস্তুতঃ কৃষিবিদ্যার চর্চ্চা, অনেক গূঢ় রহস্যের দ্বার আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়।

আমরা এই অধ্যায়ে কয়েকটি অর্থকরী চাষের বর্ণনা করিব; আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ নিজের বিশ্রাম সময়ে ইহার মধ্য হইতে সুবিধামত কোন চাষ করিয়া বিমল আনন্দ ও সঙ্গে সঙ্গে তদ্দ্বারা স্বীয় আয় বৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হইবেন।

## ৫০। গোল আলু।

আজ কাল আমাদের দেশে গোল আলু অতিশয় আদরণীয়, নিত্য ব্যবহার্য্য তরকারী। প্রত্যেক পল্লী-বাসী যদি নিজ নিজ গৃহে পতিত জমিতে ইহার চাষ-করেন, তাহা হইলে অনায়াসে পয়সা বাঁচাইয়া ও আলু বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান্ হইতে পারেন। ইহা উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ--"টাকার কল।"

"বাণিজ্যের সোণা, আর ক্ষেতের কোণা"—এই প্রবাদবাক্য বর্ণে বর্ণে সত্য,—একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

## আলু চাষের সঙ্কেত।

১। নদীর চড়ায় কিংবা পলি-পড়া ক্ষেত্রে আলুর চাষ ভাল হয়। অথবা পলি ও লোনা মাটি তুলিয়া জমিতে দিতে পারিলে, আর প্রায় সারের আবশ্যক হয় না। পলি না পাইলে সার দিয়া রাখিতে হয়।

২। সেচের জলের অভাব হইলে আলুর চাষ ভাল হইবে না।

৩। আলুর মাটি হাল্কা, ফাঁপা ও ঢিল শূন্য না হইলে আলু অধিক জন্মিবে না।

৪। আলু বসাইবার সময় খৈলের সার আবশ্যক, আলুতে রেড়ীর খৈল সর্ব্বাপেক্ষা ভাল সার।

৫। স্থানীয় বীজ আলু লইয়া বার বার চাষ করিলে আলু ক্রমশঃ খারাব হইয়া যায়। বাঙ্গালার চাষিগণকে প্রতি বৎসর পাটনা, নৈনিতাল ও দার্জ্জিলিং প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বীজ সংগ্রহ করা আবশ্যক। কারণ পাল্টা পাল্টী ভাবে অর্থাৎ পাহাড়ের আলু সমতল ভূমিতে ও সমতল ভূমির আলু, পাহাড়ে রোপণ করিলে ফসল ভাল হয়।

চাষের জন্যই হউক, আর বীজের জন্যই হউক, আলু সমস্ত বৎসর ঠিক থাকে না, পচিয়া অনেক বাদ যায়। নৈনিতাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পচে। দার্জ্জিলিঃ ও পাটনার আলু কম পচে। ঘরে আলু রাখিলে তাহার ভিতর সুতলি পোকা ঢুকিয়া নষ্ট করে। ঘরে ঠাণ্ডা যায়গায় বালি চাপা দিয়া আলু রাখিলে পোকা লাগিতে পারে না এবং কম পচে। চূণের জলে বা তুঁতের জলে আলু ধুইয়া রাখিলেও আলুতে পোকা লাগে না। আলু শুকাইয়া রাখিবে, ভিজা আলু রাখিলে বেশী পচে, কিন্তু রৌদ্রে শুকান উচিত নহে।

বেগুণ গাছের পোকা কখন কখন আলুর পাতা খায়। অন্য এক রকম সবুজ রঙ্গের পোকা গাছের রস চুষিয়া খায়। ইহাদিগকে ধরিয়া মারা ছাড়া অন্য উপায়ে নষ্ট করা কঠিন। বোর্দ্দো মিশ্রণের পিচকারী আলু গাছের পোকার একমাত্র ঔষধ। পোকা সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা "ফলের পোকা" নামক পুস্তকে জানিতে পারা যায়। রোপণ কালে বীজ তুঁতের জলে ধুইয়া পুঁতিলে ছত্রক রোগের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

## চাষ প্রক্রিয়া।

ভাদ্র মাসে চাষ আরম্ভ করিবেন। অন্ততঃ এক হাত গভীর করিয়া আলুর জমি চাষ করা আবশ্যক। ভাদ্র মাসে প্রথমে জমীতে উত্তম রূপে লাঙ্গল ও মই দিয়া রাখিবেন; আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে গোল আলু রোপণের সময় পুনরায় ঐ জমিতে ৪।৫ বার চাষ করিয়া মই দিয়া মাটি খুব হাল্কা করিবে। পরে আশ্বিন হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে ছোট ছোট বীজ-আলু খরিদ করিয়া পুঁতিতে হয়। প্রতি এক ফুট অন্তর সারি ঠিক্ করিয়া এক একটি আলুর চোক উপরের দিকে রাখিয়া দেড় ইঞ্চি মাটির নীচে রোপণ করিতে হয়। পরে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ঐ সারিতে অল্প অল্প জল ছিটাইয়া দিতে হয়। এইরূপে ৭।৮ দিনের মধ্যে চারা বাহির হয়। ক্রমান্বয়ে চারা গুলি ৩।৪ ইঞ্চি বড় হইলে দুই সারির মধ্যস্থল হইতে মাটি তুলিয়া আলু গাছের গোড়ায় দিতে হয়। গাছ ৫।৬ ইঞ্চি হইলে একবার জলসেচন করিতে হয়, পরে মাটি শুষ্ক হইলে একবার খুঁচিয়া দিয়া তাহার উপরে বিঘাপ্রতি আন্দাজ পাঁচ মন খৈল চূর্ণ

বা লোণা মাটি ছড়াইয়া দিবে। প্রথম জল-সেচনে মাটি শুষ্ক হওয়া, খুঁচিয়া দেওয়া, থৈল দেওয়া প্রভৃতি কাজে সপ্তাহ কাল লাগিবে। সুতরাং দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভে পুনরায় জলসেচন করিবে। মাটি যদি খুব বসিয়া যায়, তবে আবার খুঁচিয়া দিবে।

পরে গাছ যত বড় হইতে থাকে ক্রমান্বয়ে উভয় পার্শ্ব হইতে ততই মাটী তুলিয়া গোড়ায় দিয়া পিলি বাঁধিয়া দিতে হয়। এখন হইতে প্রতি সপ্তাহে এক-বার জলসেচন করিলে চলিবে। ক্ষেতের এক স্থানে জল দিলে এই পিলির নীচে নালা দিয়া বহিয়া সমস্ত ক্ষেতে জল যাইতে পারে এরূপ ভাবে পিলি ও নালা হওয়া আবশ্যক।

নৈনিতাল আলু পুঁতিবার সময় উহার প্রত্যেক চোককে এক এক খণ্ড করিয়া কাটিয়া পোতা যাইতে পারে, তাহাতে উহা নষ্ট হয় না, প্রতি চোকেই চারা বাহির হয়। কিন্তু দেশী গোল আলু কাটিয়া পুঁতিলে পচিয়া যায়। এক সের বীজে ছোট আলু প্রায় ৫০টী হইবে। উহার প্রত্যেকটিতেই চারা হয় এবং ভাল রূপ যত্ন করিলে পৌষ বা মাঘ মাসে প্রত্যেক গাছ হইতে এক সের করিয়া আলু পাওয়া যায়। দুই সের

বীজে দুই মণ আলু উৎপন্ন হয়। দুই সের বীজের মূল্য ॥০ আনা। সাধারণ গৃহস্থমাত্রই দুই সের আলুর বীজ রোপণ করিয়া বাটীর ছেলে মেয়েদের দ্বারাও জল দেওয়া, পিলি বান্ধা প্রভৃতি পাইট করিতে পারেন। আর তদুৎপন্ন আলুতে পৌষ মাসের মধ্য হইতে যদি প্রতি দিন অর্দ্ধসের পরিমিত আলুও খরচ করেন, তবে মাসে ।৫ সের খরচ হয়। ইহাদ্বারা একটি সাধারণ গৃহস্থের ৫।৬ মাসের তরকারীর ব্যয় লাঘব হয়। বিক্রয় করিলেও দু'পয়সা হাতে করা যায়। প্রতি মাসে ৩।৪৲ টাকার তরকারী কেনার হাত হইতে বাঁচিয়া যাওয়া একটি সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে কম লাভের কথা নহে। অধিকন্তু নিজ ক্ষেতের একটি গাছের গোড়া উল্টাইয়া অনায়াসলব্ধ টাট্‌কা তরকারীতে সংসার চালান যে কত সুখের, তাহা যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারাই বুঝিতে পারেন।

আলু ক্ষেতে জলসেচনের জন্য যে বারে, যে সময়ে প্রথম দিন জলসেচন করা হইবে, প্রতি সপ্তাহে সেই বারে ঠিক্ সেই সময় বরাবর জলসেচন করিবে। দৈবাৎ এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে ফসলের সমূহ ক্ষতি হইবেক।

দ্বিতীয় বারের তোলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিপক্ক আলু-গুলি বাছিয়া শুষ্ক ও বায়ুসঞ্চারিত হয়, এমন গৃহে বাঁশের মাচা করিয়া তাহার উপর ছড়াইয়া রাখিবে। যে সকল আলুর অঙ্কুর লম্বা, মাথা কাল ও শুষ্কপ্রায়, তাহা বীজের জন্য ফলপ্রদ নহে। ছোট ছোট অঙ্কুর-বিশিষ্ট বীজই উৎকৃষ্ট। দাগীধরা আলু ভাল বীজ নহে। বাস্তবিক বীজ নির্ব্বাচন ভাল না হইলে আবাদে সুফল দর্শে না একথা যেন মনে থাকে।

## আলু তোলা।

পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই আলু তুলিতে আরম্ভ করা যায়। ঘরামীরা যে সেমোজ দ্বারা বাঁধন তোলে সেইরূপ একটি কাটীর দ্বারা গোড়া খুঁড়িয়া আলু তুলিতে হয়। কিন্তু হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার কৃষকেরা কোদাল দ্বারা আলু তুলিয়া থাকে। এই প্রথম আলু তুলিবার কালে বিশেষ সাবধানে তুলিতে হইবে, অধিক শিকড় কাটিয়া গেলে গাছ খারাপ হইবে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিতে হইবে, তাহাতে মটরের মত আলুগুলি রাখিয়া আর সব তুলিয়া লওয়া হয়। আলু তোলার পর,

গাছগুলি একটু হেলাইয়া পুনরায় গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিতে হয়। আলু তোলার ৩।৪ দিন পরে গোড়ায় জল দিতে হইবে। একবার আলু তোলার পর গাছগুলির বেশ তেজ বৃদ্ধি হয় এবং পাতার গোড়াতেও আলু ধরিতে থাকে। পরে গাছের পাতা পাকিতে আরম্ভ হইলে দ্বিতীয় বার সমস্ত আলু তুলিতে হয়।

আলুর চাষ করিয়া ব্যবসায় করিতে হইলে অধিক জমিতে চাষ করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ বিঘাপ্রতি পাকা ছয় মণ আলু জন্মিতে পারে। ২৲ টাকা হিসাবে মণ ধরিলেও ১২০৲ টাকা। ব্যয় ৭০৲ টাকা ইহাতে বিঘায় ৫০৲ টাকা লাভ হয়। কিন্তু ভাল রূপ চাষে আলুতে বিঘাপ্রতি ৮০৲ কিংবা ১০০৲টাকা লাভ হওয়া অসম্ভব নহে।

## আলু চাষের খরচ হিসাব।

| | | |
|---|---|---|
| একবিঘা জমির খাজানা | ... | ৪৲ |
| লাঙ্গল ৮ বার ও মই দেওয়া ৪ বার | ... | ৮৲ |
| জলসেচন ৪ বার | | ৪৲ |
| | | ১৬৲ |

| | |
|---|---|
| জের | ১৬৲ |
| জলসেচনের পর ৪ বার কোপান ও মাটি দেওয়া | ৩৲ |
| নিড়ান আবশ্যক হইলে ১ বার ... | ১৲ |
| বীজ আলুর দাম ২/ মণ কিম্বা ২॥ মণ ... | ১৫৲ |
| আলু বসাইবার খরচ ... | ২৲ |
| বীজ আলু তুঁতের জলে ধুইবার খরচ ... | ২৲ |
| আলু তুলিয়া গুদামজাত করার খরচ ... | ৪৲ |
| সারের খরচ ... | ২৬৲ |

মোট খরচ...৭০৲টাকা

## ৫৩। কার্পাসের চাষ।

সহজে অধিক লাভ করিতে কার্পাসের চাষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ আজকাল বাজারে তূলার দর ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

ভূমি।—যে জমিতে কার্পাসের বীজ বপন করিতে হইবে, তাহা উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া বীজ বপনের কিছুদিন পূর্ব্বে ৪।৫ বার লাঙ্গল দিয়া মাটী ধূলিবৎ করিয়া লইবেন।

আইল বন্ধন।—কর্ষণ শেষ হইলে যখন ভূমি শুষ্ক হইয়াছে বিবেচনা করিবেন, তখন পৌনে দুইহাত অন্তর আইল বা পিলি বান্ধিয়া দিবেন।

বপন।—বসন্ত কালে ছইা রোপণ করিতে হয়। ভাঙ্গা বীজগুলি বাদ দিয়া ভাল বীজ লইয়া ছাই, গোবর ও সোরা এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া জলে গুলিয়া তাহাতে এক দিবস বীজগুলি ভিজাইয়া রাখিবেন। পরদিন ঐ জল হইতে তুলিয়া কিছুক্ষণ বীজগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া লইবেন। বেশী শুষ্ক করা ভাল নয়। অতঃপর পিলির মধ্যস্থ নিম্ন নালাগুলিতে দেড় হাত অন্তর ২।৩ অঙ্গুলী গভীর গর্ত্তে ৪।৫টী করিয়া বীজ একসঙ্গে রোপণ করিতে হয়। পরে চারা বাহির হইয়া যখন ৯ ইঞ্চি পরিমাণ বড় হইয়াছে দেখিবেন, তখন তেজাল গাছগুলি রাখিয়া দুর্ব্বল চারাগুলি তুলিয়া ফেলিবেন।

জল সেচন।—বীজ বপনের পরে একবার জল সেচন করা কর্ত্তব্য। এরূপ ভাবে জল সেচন করিবেন, যেন বীজ পচিয়া না যায়।

সার।—লাঙ্গল দিবার পূর্ব্বে জমিতে পচা গোবর ছড়াইয়া দিবেন। সকল প্রকার খৈলই কার্পাসের সার। প্রতি বিঘায় ৪।৫মণ খৈল হইলেই চলিবে। খৈল কোন প্রকারে গুঁড়া করিয়া পরে শুষ্ক মাটির সহিত সমান ভাগে মিশাইয়া জমিতে ছড়াইয়া দিবেন।

যখন দেখিবেন কার্পাস গাছে বীজ না জন্মাইয়া অধিক পাতা হইতেছে, তখন উপরের পল্লব প্রত্যেক গাছের প্রবীণ শাখা হইতে কাটিয়া ফেলিবেন, তাহাতে ইহার পার্শ্বে আরও অনেক শাখা জন্মিবে। সুতরাং অধিক ফুল হইবে। গাছ যখন ২।৩ ফিট উচ্চ হয়, তখন কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ পাতার মধ্যে ফুল দেখা দেয়। ঐ পুষ্প দুই দিবস থাকে। পরে ক্রমে ক্রমে উহাতে কুঁড়ি বা তূলার পাঁপড়ী হয়।

তূলা সংগ্রহ।—ভাদ্র মাসের শেষ হইতে আশ্বিন মাসের শেষ পর্য্যন্ত তূলা চয়নের সময়। কুঁড়ি ফুটিয়া তাহার ভিতর হইতে তূলা বাহির হয়, কুঁড়িগুলি পাতা দিয়া ঢাকা থাকে; ফুটিবার সময় ঢাকা অংশ প্রসারিত হইয়া যায়। বীজ সংগ্রহের জন্য ধুনুরী দ্বারা বীজগুলি স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হয়। অবশ্য তূলার খোসাগুলি পূর্ব্বেই পৃথক্ করিয়া রাখিতে হয়। বিক্রয়ের জন্য বীজশূন্য বীজসহ দুই রকম তূলাই বিক্রয় হয়।

(১) চাষের জন্য দেশীয় কার্পাসের মধ্যে "ব্রাচ" নামক কার্পাসই শ্রেষ্ঠ। ইহা বৈশাখ মাসে বপন করিতে হয়।

( ২ ) "গাছ কার্পাস" অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে এবং দুই তিন বৎসর সমভাবে ফলিয়া থাকে।

( ৩ ) কলিকাতার কোন "নর্শরী" হইতে ভাল বীজ খরিদ করিয়া চাষ করিবেন।

কার্পাস গাছের গুণ।—পাতার রস সর্পবিষ-নাশক। দংশনমাত্র রোগীকে কার্পাস পাতার রস দুই তোলা পান করাইবে, এবং ক্ষতস্থান জল দ্বারা ধুইয়া ঐ পাতার রস মর্দ্দন করিবেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কার্পাসের অনেক গুণ বর্ণিত হইয়াছে।

## ৫৪। লঙ্কা।

লঙ্কার চাষ দ্বারা সকলেই বিলক্ষণ লাভবান্ হইতে পারেন। লঙ্কা চাষের সময় জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস। হাপরে বীজ ফেলিয়া উপরে ছায়া করিয়া দিয়া জন্মাইতে হয়। চারা বসাইবার সময় শ্রাবণ কিংবা ভাদ্র মাস।

চাষ।—লঙ্কা চাষের জন্য বেলে দোয়াঁস মাটিই ভাল। চর জমিতে খুব লঙ্কা ফলে। সুশৃঙ্খলার সহিত চাষ হইলে প্রতিবিঘায় ২০।২৫/মণ লঙ্কা ফলিতে পারে। প্রথমে জমিতে গোবরের সার দিয়া আল মত লাঙ্গল

ও মই দিয়া মাটী নরম ও হাল্কা করিবে। পরে চারা গুলি ৫।৬ ইঞ্চি বড় হইলে ঐ ক্ষেতে ১৮ ইঞ্চি অন্তর চারা বসাইতে হয়। ২৪ ইঞ্চি ব্যবধানে সারি দিয়া সমান ভাবে চারা বসাইবে। গাছের গোড়ায় ভাঁটি টানিয়া দিতে হয়। ক্ষেতে জল বসিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আবশ্যক হইলে চারা ধরিয়া যাইবার পর ক্ষেতে বিঘা প্রতি ১/ মণ কিংবা ২/ মণ খইল সার দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। অল্প জমিতে চাষ করিলে লঙ্কাগুলি কাঁচা বেচিয়া ফেলাই সুবিধা।

## লঙ্কাচাষে খরচ।

( বিঘা প্রতি )

| | | |
|---|---|---|
| লাঙ্গল, মই ও হাপরে চারা তৈয়ারী | | ৩৲ |
| ক্ষেতে চারা রোপণ | ... | ১৲ |
| ভাঁটি টানিয়া দেওয়া | ... | ২৲ |
| নিড়ান ও জল সেচন | ... | ৩৲ |
| | | ৯৲ |

| | | |
|---|---|---|
| জের | | ৯৲ |
| সেচনের পর কোপান | ... | ১।০ |
| লঙ্কা তোলা ও শুকান | ... | ১৷৷০ |
| জমির খাজনা | ... | ৩৲ |
| মোট খরচ ... | | ১৪৸০ |

এক বিঘা জমির জন্য একআউন্স বা অর্দ্ধ ছটাক বীজ আবশ্যক। এক বিঘায় কমবেশ হাজারের উপর চারা বসিতে পারে।

## ৫৫। তামাক।

তামাক চাষের জন্য খুব হাল্কা ভাবে দোয়াঁস মাটির আবশ্যক। জলবসা জমি আদৌ চলিবে না, সেই জন্য বাগানের উঁচু জমিই উপযুক্ত। তামাকের অধিক চাষের জন্য বিস্তৃত নদীর চরে বা সুপ্রশস্ত বেলে দোয়াঁস মৃত্তিকাযুক্ত ক্ষেত্রে চাষ করিতে হয়। সখ মিটাইবার এবং ব্যবহারের জন্য সব্জী বাগানের এক কোণে অল্প জমিতে তামাক চাষ চলিতে পারে।

বীজ বপনের সময়।—বাংলা দেশে বর্ষার শেষে ভাদ্র মাসে তামাকের বীজ বপন করিতে হয়। বীজ

তলার মাটি খুব ধূলিবৎ গুঁড়া করিতে হয়, এবং তাহাতে গোবর ও ছাই মিশ্রিত সার দিয়া তদুপরি বীজ বুনিতে হয়। তিন বিঘা জমিতে তামাক চাষের জন্য এক আউন্স বা আড়াই তোলা বীজের আবশ্যক। হাপরে ঘন চারা বাহির হইলে কতকগুলি চারা তুলিয়া পাতলা করিয়া দিতে হয়। চারাগুলি বীজ তলায় ৩।৪ ইঞ্চি বড় হইলে ক্ষেতে নাড়িয়া বসাইবার উপযুক্ত হয়। তামাকের পক্ষে পটাশ সার বিশেষ আবশ্যক, সেই জন্য ছাই ও তাহার সহিত গোবর মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। খুব হাল্কা মাটি না হইলে তামাক ভাল জন্মায় না। সেই জন্য ক্ষেতটী খুব ভালরূপ চষিতে বা কোপাইতে হয় ও মই দিয়া মাটি খুব গুঁড়া করা প্রয়োজন। আশ্বিন হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকের শেষ পর্য্যন্ত চারা রোপণ করা চলিয়া থাকে। বড়জাতীয় তামাক ৩ ফুট ও ছোট জাতীয় তামাক ২ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। আবশ্যক মত ১০ কিংবা ১৫ দিন অন্তর জলসেচন করা কর্ত্তব্য। গাছে ফুলের কুঁড়ি আসিলেই তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হয় ও নীচের পাকা পাতাও ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক গাছের

অবস্থা বুঝিয়া ৮ হইতে ১০টির অধিক পাতা রাখা উচিত নহে। তামাকের পাতাগুলি পাকিয়া অল্প অল্প হল্‌দে হইয়া আসিলেই তামাক গাছ কাটিয়া লইতে হয়। সকাল বেলা তামাক কাটার বেশ ভাল সময়। গাছের পাতা হইতে রাত্রের শিশির শুকাইয়া আসিলেই আহরণ-কার্য্য ( কাটা ) আরম্ভ করিতে হয়।

## তামাক পাতা শোধন।

তামাক পাতা শুকাইবার গুণে ভাল মন্দ হয়। তামাকের পাতা ডাঁটা সমেত ঘরের মধ্যে দড়ি খাটাইয়া অল্পে অল্পে শুষ্ক করিতে হয়। এইরূপে শুকাইতে প্রায় দুই মাস সময় লাগিয়া থাকে। ঘরের হাওয়া সমশীতল থাকা উচিত, এই কারণে গরম হাওয়া বহিলে জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। গরমের সময় মাঝে মাঝে ঘরের মেজেতে জল ছিটাইয়া দিলে ঘর আবশ্যক মত ঠাণ্ডা থাকে। পাতাগুলি আবশ্যক মত শুষ্ক হইলে পাড়িয়া ডাঁটা হইতে ভাঙ্গিয়া ভাল, মন্দ ও মাঝারি পাতার এক একটি ছোট ছোট বাণ্ডিল করিতে হয়। এই বাণ্ডিলগুলি সপ বা মাদুর চাপা দিয়া পাতাগুলি ঘামাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু

অতিরিক্ত গরমে তামাক পাতা পচিয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে পাতায় কাল দাগ হইবে এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদন খারাপ হইবে। এই কারণে উপরের পাতা নীচে এবং নীচের পাতা উপরে রাখিয়া মধ্যে মধ্যে হাওয়া খাওয়াইয়া লইবার আবশ্যক হয়। এইরূপে প্রস্তুত তামাক পাতা হইতে চুরুট, নস্য ও সুর্ত্তি তৈয়ারী হইয়া থাকে।

## ৫৬। জমিতে চূণ পরীক্ষার উপায়।

কোন ক্ষেত্রে চূণের অভাব হইলে তাহার উর্ব্বরতা শক্তি কমিয়া যায়। ক্ষেত্রে চূণ আছে কিনা তাহা পরীক্ষার সহজ উপায়—ক্ষেত্রের ২।৪ স্থানের ২।৪ কোদাল মাটি তুলিয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া খুব সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিতে হইবে, এবং সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ স্থানের মাটি একত্র মিশাইয়া একটা লৌহের হাতায় লইয়া ২।৪ আউন্স ঐ চূর্ণ মাটি আগুনে চড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে হইবে। পরে ভস্মগুলি শীতল হইলে, একটী কাচের গ্লাসে যথেষ্ট পরিমাণে জল ও সেই ভস্মচূর্ণগুলি তাহাতে দিয়া একটী কাটি দ্বারা বা কাচের দণ্ড দ্বারা নাড়িতে হইবে।

এই যে আটার মত দ্রব্যটী হইবে, তাহাতে এক আউন্স "হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড" বা "মিউরিয়েটিক এসিড" মিশাইয়া খুব ঘন ঘন নাড়িতে হইবে। যদি এই পদার্থটী ফুটিতে থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ক্ষেত্রে যথাযোগ্য চূণের অংশ বিদ্যমান আছে। আর যদি না ফুটিতে থাকে বা অতি সামান্য ফুটে, তাহা হইলে ইহার চূণ নাই বা অতি সামান্য আছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং ঐ জমিতে চূণ দেওয়া আবশ্যক আছে।

## ৫৭। পটোল।

পটল, পলিমিশ্রিত বালি-আঁশ জমিতে ভাল জন্মে। রোপণসময় আশ্বিন কার্ত্তিক মাস। পটলের জন্য ঘোড়ার সার বিশেষ উপযোগী; কিন্তু পল্লীগ্রামে দুষ্প্রাপ্য বলিয়া গোবর ও খৈল সার ব্যবহার হয়। নদী-চড়ার বা নদীতীরবর্ত্তী পলিমিশ্রিত জমিতে পটলের জন্য সার ব্যবহার করিতে হয় না;

পুরাতন পটল গাছের মূল তুলিয়া ৪।৫ অঙ্গুলি পরিমিত লম্বা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাজা গোবর-মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া রাখ। ঐ মূল হইতে অঙ্কুর

বাহির হইলে উত্তমরূপে কর্ষিত ও পাইট করা জমিতে সারি বান্ধিয়া ও খুবরি কাটিয়া তাহার মধ্যে পুরাতন গোময় ও অল্প পরিমিত খৈলমিশ্রিত মাটি দিয়া ঐ খুবরি পূর্ণ করিবে এবং ঐ চারাযুক্ত মূল তাহাতে পুতিবে। মূল অভাবে পটলের লতা রোপণ করিলেও তাহার পত্রগ্রন্থি হইতে গাছ জন্মিয়া থাকে। লতাকে বলয়াকারে গোল করিয়া বিড়া বাঁধিয়া মূল খণ্ডের ন্যায় কাটিয়া গোময় জলে ভিজাইয়া অঙ্কুরিত করিয়া লইলে ভাল হয়। পরে প্রত্যেক খুবরীতে ৩।৪টী করিয়া মূলখণ্ড বা লতাখণ্ড অথবা ১টী করিয়া লতার বিড়া রোপণ করিতে হয়। রোপণ করা হইলে খুবরীর উপরে ঘাস খড় প্রভৃতি আচ্ছাদন জন্য চাপা দিবে। খুচিয়া নিড়াইয়া সর্ব্বদা গাছের গোড়ায় মাটি পরিষ্কার ও আল্গা রাখা আবশ্যক। পটোলক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হয় না। পটোল-ক্ষেত্র এক দিকে এরূপ ঢালু করিয়া প্রস্তুত করা আবশ্যক যেন তাহার মধ্যে কিছুমাত্র বর্ষার জল দাঁড়াইতে না পারে। ক্ষেত্রে জল বাধিলে ফসল পচিয়া নষ্ট হইবে। (১)

(১) অন্যান্য সব্জী চাষের জন্য এস্, সি, স্বামী কৃত "সব্জী-বাগান" দেখুন।

## পটলের গুণ।

পাতা—পিত্তনাশক ; ডাঁটা কফনাশক ; ফল ত্রিদোষনাশক ; মূল বিরেচক।

# তৃতীয় অধ্যায়।

## ৫৮। পরীক্ষিত পেটেণ্ট ঔষধ।

### ১। জ্বরনাশক পাচন।

ইহা সর্ব্ববিধ নূতন ও পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ। বিশেষতঃ পুরাতন জীর্ণজ্বর ও প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। আমরা ইহা অনেকবার ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছি,—

| | | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্রপর্পটি | | ২॥ তোলা, |
| রক্ত চন্দন | ... | ২॥ ,, |
| মঞ্জিষ্টা | ... | ২॥ ,, |
| চিরতা | ... | ২॥ ,, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| নিমছাল | ... | ৩ | তোলা |
| গুলঞ্চ | ... | ২ | ,, |
| আতইচ | ... | ২ | ,, |
| ধনে | ... | ২ | ,, |
| সিঙ্কোনা বার্ক | ... | ২ | ,, |

ধুইয়া থেঁত করিয়া ৩।৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ⁄২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া একসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে—

| | | |
|---|---|---|
| ৩০ গ্রেণ | সালফেট্ অব কুইনাইন | |
| ½ ড্রাম | এসিড এন, এম, ডিল | |

দ্বারা গালাইয়া মিশাও। পরে ইহার সঙ্গে এক-আউন্স রেক্‌টী ফাইড্ স্প্রীট্ বেশ করে মিশাইয়া বোতলে রাখ। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এক ছটাক মাত্রায় এই ঔষধ ( জ্বরবিচ্ছেদ কালে অথবা যখন কম থাকে ) দিবসে তিন বার সেব্য। ঔষধ খাইয়াও কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে কোন মৃদু জোলাপ দিতে হয়।

পথ্যাদি জ্বরের অন্যান্য ঔষধের ন্যায়।

এই ঔষধের গাছড়া দ্রব্য সমস্ত শুষ্ক হওয়া আবশ্যক।

## ২। মেহ, প্রমেহ ও গনোরিয়া রোগের ঔষধ।

| | |
|---|---|
| অয়েল অব স্যাণ্ডেল | ৪ ড্রাম |
| অয়েল অব কিউবেব | ২ ড্রাম |
| অয়েল অব কোপেবা | ২ ড্রাম |

একত্র মিশাও। ২০ ফোঁটা মাত্রায় ঔষধ অল্প জল সহ দিবসে তিন বার সেব্য। ইচ্ছামত কোন নাম রাখিয়া লও,—পথ্যাদি অন্যান্য প্রমেহ রোগের ঔষধের ন্যায়।

## ৩। বিলাতি শালসা।

(রক্তপরিষ্কারক, পারা ও গরমীদোষ নাশক।)

| | |
|---|---|
| লিকুইড্ এষ্ট্রাক্ট জ্যামেকা-সার্সা | ৪ আউন্স |
| পটাশ আইওডাইড | ৩০ গ্রেণ |

একত্র মিশাও। ২ ড্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে জলসহ সেব্য।

## ৪। দ্বিতীয় প্রকার শালসা।

| | |
|---|---|
| সিরাপ হেমিডেস্ মাস্ | ১ আউন্স |
| সিরাপ ট্রাইফোলিন কম্পাউণ্ড | ½ আউন্স |

ডিকক্টম সার্সা কম্পোজিটম—

| | |
|---|---|
| কনসেণ্ট্রেটেড্ | ½ আউন্স |
| পটাশ আইওডাইড | ১৫ গ্রেণ |

একত্র মিশাও, ৩০ ফোঁটা মাত্রায় অর্দ্ধছটাক জল সহ সেব্য। দিবসে তিন বার।

পথ্যাদি অন্যান্য পেটেণ্ট সালসার ব্যবস্থার ন্যায়। নাম ও লেবেল ইচ্ছামত করিয়া লও।

## ৫। দেশীয় শালসা।

| | |
|---|---|
| জ্যামেকা শালসা লতা | ৭ তোলা |
| অনন্ত মূল (টাট্‌কা-শুষ্ক) | ৭ তোলা |
| সাসে ফরাস | ॥৵ আনা |
| গোয়েকম | ॥৵ „ |
| মিজিরিয়ন | ।/ „ |

ভাল মত কুট্টিত করিয়া একত্র একসের জলে ভিজাইয়া রাখ। পরে মুখবদ্ধ হাঁড়িতে ১০।১৫ মিনিট কাল মৃদু অগ্নিতে ফুটাইয়া ছাঁকিয়া ১ আউন্স রেক্‌টি ফাইড্ স্প্রীট মিশাইয়া তিনটি আট আউন্স শিশিতে রাখ। প্রত্যেক শিশিতে ১৬ গ্রেণ পটাশ

আইওডাইড্ মিশাইয়া ১৬টী করিয়া দাগ কাট। দিনে তিন বার ৩ দাগ শালসা জলসহ সেব্য। ইচ্ছা-মত নাম লেবেল ছাপাইয়া বিক্রয় করা যায়। অন্যান্য পেটেণ্ট শালসার ন্যায় ব্যবহার-প্রণালী ছাপাইতে হয়। ঔষধ আরও ঘন ও সুমিষ্ট করিতে হইলে প্রতি শিশিতে অর্দ্ধ আউন্স করিয়া "এক্সট্রাকট্ জ্যামেকা সার্সা" মিশাও।

ইহাও রক্তপরিষ্কারক এবং পারা, গর্ম্মী দোষ ও বাত প্রভৃতি বহুরোগনাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৬। নূতন ও পুরাতন—

ম্যালেরিয়া জ্বরের বটিকা।

| | |
|---|---|
| সালফেট অব কুইনাইন | ৩০ গ্রেণ |
| ফেরি সল্ফ্ | ৭ গ্রেণ |

এক্সট্রাক্ট্ জেনসিয়ান কম্পাউণ্ড বটিকা বাঁধিবার জন্য প্রয়োজনমত

একত্র মিশাইয়া ১৫টী বটিকা কর। পরে বটিকা-গুলির উপর "পল্ভ্ জ্যালাপ" ছড়াইয়া বটীগুলির গায়ে মাখাইয়া কৌটায় রাখ। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি জ্বর-

বিচ্ছেদ কালে অথবা যখন খুব কম থাকে তখন পুনঃ জ্বর আসার মধ্যে সময় ভাগ করিয়া তিন বারে তিনটী বটিকা জলসহ গিলিয়া খাইবে। এইরূপে ২।১ দিনে জ্বর বন্ধ হইবে। জ্বর বন্ধ হইলে ৭।৮ দিন সকালে বৈকালে এক একটি করিয়া বটিকা সেবন করিলে পুনরায় জ্বর হয় না।

পথ্য। জ্বরস্বত্বে দুধসাগু, বালি; জ্বর বন্ধ হইলে ভাত তরকারী লঘু পথ্য; জ্বরে কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে অবশ্যই ½ আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল বা ৩।৪ ড্রাম ম্যাগ-সল্‌ফ্‌ দ্বারা জোলাপ লইবে।

## ৭। সুগন্ধি কেশতৈল।

১। এসেন্স বকুল,

২। অয়েল নীরোলী,

৩। অয়েল ভার্বিনা,

৪। অয়েল রোজ জিরেনিয়ান,

ইহার প্রত্যেকটির সুগন্ধ ভিন্ন ভিন্ন রকম। তিল বা চামেলী তৈলে একটু "ইস্তাম্বুল কাহি" (আতরের দোকানে পাওয়া যায়) মিশাইয়া তৈলের আসল গন্ধ নষ্ট করিয়া তাহাতে উপরোক্ত মশলাগুলির যে

কোন একটি মিশাইয়া পছন্দ মত সুগন্ধ করিয়া লইবে।

তৈলে রং করিবার জন্য এক আউন্স "য়্যাল ক্যালিক রুট" রাত্রে অর্দ্ধ পোয়া তৈলে ভিজাইয়া রাখ, পরদিন প্রাতে ছাঁকিয়া উহা প্রয়োজন মত তৈলের সঙ্গে মিশাও। পছন্দসই রং ও গন্ধ হইলে, ইচ্ছামত নাম ও লেবেলাদি ছাপাইয়া পড়তা হিসাব করিয়া বিক্রয় করা যায়।

## ৮। দশনসংস্কারক চূর্ণ।

( আয়ুর্ব্বেদীয় )

বিবিধ দন্তরোগনাশক শাস্ত্রীয় উৎকৃষ্ট মাজন।

শুঁঠ হরীতকী, খয়ের, মুতা, কর্পূর, মরিচ, শুপারী পোড়া, লবঙ্গ, ও দারচিনী প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ; সর্ব্ব সমষ্টির সমান ফুলখড়ি চূর্ণ।

একত্র মিশাইয়া শিশিতে রাখ। আবশ্যক মত ইহাদ্বারা দাঁত মাজিবে।

# চতুর্থ অধ্যায়।

—০:0:০—

## ব্যবসা-নীতি।

ব্যবসা নানাবিধ। আমরা কৃষি, শিল্প, দোকান-দারী প্রভৃতি অর্থকরী ব্যবসায় সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

যে কোন কাজ অল্প ব্যয়ে নিজে নিজে করা যায়, তাহাই নিরাপদ্। এরূপ একটি কাজ সকলের করা কর্ত্তব্য। আর যাহা অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য ও একা করা অসম্ভব; সেরূপ কার্য্য-কারবার দু'দশ জন বিশ্বাসী ও সৎ লোক একত্র হইয়া অংশী রূপে করিলে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। এই যৌথ-কারবার ভিন্ন আর্থিক উন্নতি লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে।

ব্যবসা-নীতি শিক্ষা করিতে হইলে বহুদর্শী অভিজ্ঞের উপদেশ আবশ্যক। "ব্যবসায়ী" নামক পুস্তক পাঠ করিলে একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর অনেক উপদেশ জানা যায়। "ব্যবসা ও বাণিজ্য", "কাজের লোক", "কৃষক" প্রভৃতি প্রচলিত বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাগুলি নিয়ম মত পাঠ করিলে, অনেক

নূতন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। কিন্তু, অভিজ্ঞতার সঙ্গে কাজ চাই।

## অভিজ্ঞের উপদেশ।

### ব্যবসা-নীতি।

১। বন্ধুর সহিত কার্য্য-কারবার করিলেও অপরিচিতের সহিত যেরূপ পদ্ধতিতে কাজ করিতে হয়, ঠিক সেইরূপ ভাবে কাজ করিবে। চক্ষুলজ্জা করিয়া অনেক সময়ই সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। কাজ, কাজের নিয়মে হওয়া উচিত।

২। যদি তোমার দোকান বড় রাস্তা হইতে দূরেই স্থাপিত হয়, তাহা হইলে জিনিস ভাল ও দর সুলভ রাখিবে। তাহা হইলে গলিতেও বিক্রয় বাড়িবে।

৩। ভদ্রতা, একদর, সুলভ মূল্য এবং তৎপরতা এইগুলি ক্রেতার প্রলোভনের উপকরণ; যে কারবারে এ গুলি বিদ্যমান, সেখানে কখনও ক্রেতার অভাব হয় না—লোক মন্ত্র-মুগ্ধবৎ সেখানে আসে, তাহা গলিতেই হউক, আর বড় রাস্তার সদরেই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

৪। যদি তুমি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে চাও, সুযোগের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিও না। সুযোগও করিয়া লইতে হয়। এইরূপে সুযোগ ও সিদ্ধি লাভ করা যায়।

৫। ব্যবসা করিতে বসিয়া অনর্থক গোলযোগ তুলিও না। একবার "মন্দলোক" বলিয়া প্রচারিত হইয়া গেলে তোমার লক্ষ্মী ছাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ প্রতারক ও বদলোক অপেক্ষা সৎ লোকের স্বপক্ষেই অধিকলোক সহানুভূতি প্রকাশ করে।

৬। কাহাকেও প্রতারিত করিও না; প্রতারণাই অধঃপতনের মূল।—সৎ-উপায়ে উপার্জ্জন করিলে ক্রমোন্নতি লাভ হয়।

৭। সৎপথে থাকিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বরং অসৎপথে থাকিয়া লাভ অপেক্ষাও ভাল; কেন না তাহাতে হৃদয়টা তবু শান্তিতে থাকে।

৮। কাল্পনিক আশার বশবর্ত্তী হইয়া কখন নিশ্চিত বিষয় পরিত্যাগ করিতে নাই। করিলে প্রায়ই ঠকিতে হয়।

৯। যাহারা অলস, তাহাদের ফোরসৎ কম;

সারাদিনে কাজই ফুরায় না। তবে বিশ্রাম করিবে কখন?

১০। আলস্যই অভাবের জনক; এদেশে এইটিই বিষম সাংঘাতিক রোগ,—তাই আসমুদ্র অভাব। এই অভাব দূর করিতে হইলে কর্ম্মী হইতে হইবে,—কিছু করিতে হইবে।

১১। আলস্যে জীবন অতিবাহিত করিবার তোমার অধিকার নাই, কেননা দেশের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ আছে। তোমার আলস্যের জন্য তোমারই শুধু অনিষ্ট হইবে না। সমগ্র সমাজ, সমগ্র জাতি তজ্জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যেহেতু তুমি সমাজ-যন্ত্রের একটি আবশ্যকীয় অংশ। কোন যন্ত্রের কোন অংশ অচল হইলে সে যন্ত্র আর চলে কি? তেমনি তোমার সমাজ, তোমার জাতিও তোমার অভাবে অচল হয়। সুতরাং কর্ম্মী হইতে তুমি বাধ্য।

১২। যে জাতির প্রত্যেক লোকই কর্ত্তব্য-পরায়ণ হয়, তাহারাই উঠিতে পারে,—যাহাদের কর্ত্তব্যের ঠিক নাই, তাহারা অবনত হইবেই;—ইহাই স্বভাবের নিয়ম। সেই জন্য আগে নিজে, নিজের উন্নতি চেষ্টার আবশ্যক। নিজে, নিজের কর্ত্তব্য

বিচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু, বল দেখি ভাই! আমরা কয়জন এই কর্ত্তব্য পালনের জন্ত প্রয়াসী। ইংলণ্ডে, আমেরিকায় ও জাপানে এই কর্ত্তব্যপরায়ণতার জলন্ত দৃষ্টান্ত আছে। অনুসন্ধান কর,—কর্ত্তব্য জ্ঞানই তাঁহাদিগের ভিত্তি। বর্ত্তমানে সে গুণ আর এদেশে নাই;—তাই এত দুর্দ্দশা। যদি তাহা না থাকে, অভাবের কঠোর দংশনে তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে।

১৩। প্রত্যেক লেকের নিকটে শুনিবে, বাণিজ্য-ব্যবসায় কর, দেশের ভাল কর, ইত্যাদি ইত্যাদি;—কিন্তু স্বার্থত্যাগ করিবার লোক কৈ? সর্ব্বস্ব ত দিতে চাহিতেছ; কিন্তু বাক্সের চাবি কৈ? এইখানেই ত মজা;—বোঝ।

১৪। দেশের কাজ করিতে হইলে, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলে—দশের সাহায্য আবশ্যক ত? একের বোঝা, দশের লাঠি। অন্য দেশে যৌথ-মূলধনে বড় বড় ব্যবসা চলিতেছে,—এদেশেও চলিত। কিন্তু হাতটানেইত সব মাটী হইয়াছে। ন্যাড়া কি এক শ' বার বেল-তলায় যায়?

১৫। তবে এই পর্য্যন্ত,—এখন বিদায় হই, যদি না শুন, যদি উপেক্ষা কর, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমার ব্রত এই,—আমাকে বলিতেই হইবে।

সম্পূর্ণ